দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

73

# শিক্ষাঙ্গন

## সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা

জীবনের প্রতি মুহূর্তে কিছু না কিছু শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জ্ঞানার্জনের তাগিদ রয়েছে। হাদিসে বলা হয়েছে জ্ঞানার্জন "দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত" এবং একথাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয় যে, মূর্খ লোকের প্রার্থনার চেয়ে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির ঘুম উত্তম।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মনীষীগণ জ্ঞান অর্জনের জন্যও বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। কারণ, শিক্ষা আমাদের চেতনাকে প্রসারিত করে এবং দিয়ে থাকে সঠিক পথ-নির্দেশনা। যার ফলে আমরা স্বনির্ভর হয়ে উঠতে সক্ষম হই।

অশিক্ষা সকল কর্মকাণ্ডের অন্তরায়। শিক্ষাকে বাদ দিয়ে আমরা পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের কোনটিতেই উন্নতির আশা করতে পারি না। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে শিক্ষার হার খুব কম সে সকল দেশ অনেক পশ্চাৎপদ। চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, জার্মানী প্রভৃতি দেশের শিক্ষার হার খুব বেশী বলে এসব দেশ আজ উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছে।

বাংলাদেশ অন্যতম জনসংখ্যাবহুল উন্নয়নশীল একটি দেশ। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এ দেশের মানুষ অশিক্ষার কারণে আজ বঞ্চিত হচ্ছে কল্যাণমুখী কাজকর্মের সুফল থেকে। তাই, এ মুহূর্তে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে দেশব্যাপী শিক্ষা সম্প্রসারণের। প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশী। কারণ, প্রাথমিক শিক্ষা হলো উচ্চতর শিক্ষার পূর্বশর্ত। এই শিক্ষা সমাপ্ত করার পর একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে পর্যায়ক্রমে উচ্চতর শিক্ষার তাগিদ সৃষ্টি হয়। উন্নয়নের স্বার্থে একজন কৃষক এবং ক্ষেতমজুরের প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। দেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকই অশিক্ষিত। এরা অধিকাংশই গ্রামে বাস করে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য হল ৬৮ হাজার গ্রামকে ও গ্রামের মানুষকে উন্নতির দিকে নিয়ে আসা। এই সকল গ্রামের মানুষ শিক্ষার অভাবে উন্নততর জীবন যাপনের সামান্যতম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেমন— একজন লোক সামান্যতম শিক্ষার অভাবে দৈনন্দিন কাজকর্মের খতিয়ান ও কাগজে কলমে আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ করতে জানে না। তাই, তাকে সাংসারিক ও বৈষয়িক জীবনে স্বাভাবিকভাবে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়।

গ্রামের সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও অশিক্ষার কারণে উন্নয়নের পথও বিঘ্নিত হচ্ছে। দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোকই অশিক্ষিত। তাই, ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারী হতে ১৪ জানুয়ারী পর্যন্ত সরকার কর্তৃক শিক্ষাপক্ষ পালন কর্মসূচী ঘোষিত হয়েছে এবং গত তিন বছরে গ্রাম বাংলায় জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। বিশেষতঃ শিশু জরিপের মাধ্যমে কোনো শিশুই পড়ালেখার ন্যূনতম সুযোগ হতে বঞ্চিত হবে না। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সুধীসমাজ কর্তৃক এটা সমাদৃত হয়েছে যে, এভাবে প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে শিক্ষার ধারা চলতে থাকলে গ্রামীণ মানুষকে অন্ততঃ কিছুটা শিক্ষিত করে তোলা যাবে এবং উচ্চ শিক্ষাকে প্রসারিত করাও যেতে পারে।

অতীতে অনেক সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কিন্তু পদ্ধতি ও প্রচেষ্টায় গরমিল থাকায় তার ফলাফল আমরা এক-চতুর্থাংশও অর্জন করতে পারিনি। আমাদের মধ্যে রয়েছে তাৎক্ষণিক ফল লাভের প্রবল ইচ্ছা, কিন্তু শিক্ষার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ফলাফল অর্জন করা যায় না। দারিদ্র্যের কারণে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারিত হচ্ছে না। শিক্ষার পিছনে সামান্যতম ব্যয় করারও ক্ষমতা অনেকের না থাকায় অধিকাংশই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। উপরন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিচালনার ভার সরকারের প্রতি ন্যস্ত হওয়ায় সাধারণ মানুষ কিছুটা উদাসীন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে এসব সমস্যা কিছুটা দূর করা যেতে পারে। পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান হয়ে তাদেরকে লেখাপড়ায় উৎসাহিত করতে হবে।

আমরা যারা শিক্ষকতা করি, তাদের মধ্যেও অনেক ত্রুটি এবং মনোযোগের অভাব রয়েছে। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় লেখাপড়ার কোন পরিবেশ না থাকায় শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ নেই। ঘরের বেড়া ও বসার স্থান সংকুলান না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার প্রতি অবহেলা লক্ষ্য কর যায়। শিক্ষক ও অভিভাবকবৃন্দ একটু লক্ষ্য করলেই এ ধরনের অসুবিধা অনেকাংশে দূর করতে পারেন।

ইদানীং গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা চালু হয়েছে। যদি এই কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করি তবে আশা করা যেতে পারে যে, অনতিবিলম্বে আমরা প্রত্যাশিত সুফল পাব। আর তাহলেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের পথ সুনিশ্চিত হবে।

—মোঃ আমিরুল ইসলাম